

সঞ্চারিণীর কবিতাগুচ্ছ

১)

মধ্যচাপ

ব্যথা পাচ্ছি,
গরম নিঃশ্বাসে ফুসছে আগ্নেয় সন্ধি
কর্ন্তহার চুঁয়ে ছুটছে দ্রুত পাঁয়-ঘাম তরুণী
অরণ্যের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় প্রশ্বাস
উটুকো গন্ধ- শুকনো পচা মাছ!
নাক খাড়া করে টেনে নেয় তার নেশা লাগা ভেজা ঘ্রাণ
ব্যথাটা আরো একটু বেড়ে যায়।

ধারে কাছে থামচে ধরার মত মাটি নেই
নেই গাছের ঝুলন্ত কোন ডাল
স্পর্শের বাইরে কোথাও অচেনা দেয়াল।
শূন্য দেয়ালের ইট শক্ত করে ধরে থেকে
টেনে নিতে থাকি সেই দেয়ালের দিকে নিজেকে
দেয়ালটা কাঁপতে থাকে, সেই সাথে সংকুচিত হতে থাকে-
নরম শিলা-স্বক।
সংকোচন ক্রমসংকোচনে শীতল হতে থাকে-
লাভা স্রোত।
ঘনীভূত লাভা মাটি রুদ্ধ করে দেয়-
আগ্নেয় জ্বালা মুখ,

সংকোচনেই সংযম বাড়ে।

২)

চুড় পাহাড়ে

কবুতরের সফেদ ডানায়, নীল অপরাজিতার লাল
পাইন বন ছুঁয়ে, দিয়ে যাও মুছে কষ্ট
মেঘ বক তুমি যাবে কি ওড়ে- বৈকালিক ভ্রমনে?
গেলে যেও তবে দূরের ধূসর পাহাড়ের চূড়ে

একদিন এসে বসেছিলো সেথা, আমার প্রিয়-র ক্লাস্তি
সন্ধ্যা নিভু-নিভু, রাত্রী তখন ঘনায়
জল-নিমগ্ন কন্ঠ বলেছিলো ফিস-ফিস কথা
‘ আমি বড় কঠিন মানুষ, পাহাড়ের মত শক্ত
তুমি কি তবুও; আমার অনুরক্ত?’

৩)

নারীরা কখনো ছলনা জানে না

সরল নদীর গতি তার
এ কূল থেকে ও কূল মিশে থেকে
পৃথিবীকে করে নেয় আপন হতে আপনার
জলো নারী ছলনা জানে না।

যদি উত্তাপ দাও, তবে সে টগবগে যৌবনা
পুড়িয়ে দিলে- ছাই; ভস্ম
যদি তপ্ত জল আরও উত্তাপে ভাপ্তো
তবে সে ধূম্র; বাষ্প

তুমি ভালবাসা দিলে, সে প্রেমিকা
তুমি সরে গেলে, সে বিরহিনী
তুমি প্রতারক হলে, সে প্রবঞ্চক
নারীকে মনে হবে- ছলনাময়ী।

৪)

পরিলেখ

চিত্রকরের চুলের ঝাপ উড়িয়ে, বাতাস দুলে -
ওঠা এক নারী এসে দাঁড়ায় সম্মুখে।
ঝর্ণা কলমটিকে শিল্পীর দিকে বাড়িয়ে; তৃষিত আন্দারে-
মলে দিয়ে ডান হাতের করপুট,
‘একটা ছবি ঐকে দাও না!’

একবার চোখ তুলে দেখে নেয়- রমণীয় পুঁইয়ের ডাঁটা,
মদির চোখ বেয়ে নেমে আসা কান্তি, রেশমী চুলের -
মেঘ ঢাকা আধ পূর্ণিমা।
শিল্পীর হাত এখন মুখর শ্লোগানে।
ঝর্ণার নাকছাবি ছুঁড়ে ক্ষিপ্ত আঁচড়ে ঐকে যাচ্ছে কার-
অর্ধ-নগ্না নিটোল মাতৃকা।

থর-থর চিত্রপট, অধর তরনী কেঁপে ওঠে অস্ফুট,
‘ইস---আস্তে!’ ব্যথায় কাতর জরায়ু শিরা
‘কি হলো, কোনো সমস্যা?’ মগ্ন চৈতন্যে বেজে ওঠে শিস যুবকের
যুবতীর হাত তখনো এলানো
ডান করপুষ্ঠ চিত্রকরের বা’ করতলে শূয়ে বেতস লতা!

আঁচলে ঢেকে নিয়ে শেষ বিকেলীয় চুম্ব
নকশী পাড়ের দোল হেঁটে চলে,
‘আজ তবে আসি,
সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো বলে!’

‘এসো,
প্রতিদিন এসো, এসো প্রতিক্ষণ
সান্ধ্য তারা হয়ে ফুটে থেকো তুমি;
এসো রাত্রী ভেদ করা আলো,
এসো বার-বার, অনেকবার
আবার তুমি এসো---’